দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ ... 06 AUG 1995 ...
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ২ ...

৫৭

শিক্ষা ব্যবস্থাকে রাজনীতি মুক্ত করুন

ছাত্রছাত্রীদের কল্যাণমুখী শিক্ষাব্যবস্থা এবং শিক্ষালাভের উপযোগী একটা সুষ্ঠু পরিবেশ সর্বদা টিকিয়ে রাখতে এবং ছাত্র/ছাত্রীদের মাঝে নেতৃত্ব বিকাশের স্বার্থে ছাত্ররাজনীতি স্বীকৃতি লাভ করে এসেছে। কোন দলের লেজুরবৃত্তি ছাত্ররাজনীতিকে মূল লক্ষ্যে নিয়ে যেতে পারে না। স্বাধীনতা পরবর্তী কালের ২৪টি বছর তারই সাক্ষ্য দেয়। কাউকে ছোট করা নয়, একটা নাজুক ছাত্ররাজনৈতিক অবস্থা যা আমাদের ভবিষ্যতকে ঠেলে দিচ্ছে আসন্ন একটি ভীতিকর পরিস্থিতির মাঝে— তারই কিঞ্চিৎ আলোকপাত করাই আমার উদ্দেশ্য।

এদেশে সরকারী চাকরি লাভের সর্বোচ্চ বয়সসীমা ৩০ বছর। অথচ আমাদের ছাত্র নেতাদের বয়স ৩৫-৪০ বছরের মধ্যে। অর্থাৎ ছাত্রাবস্থাতেই এরা চাকরি লাভের বয়স হারিয়েছেন। অবশ্য চাকরি লাভ এদের উদ্দেশ্য নয়, ছাত্ররাজনীতিই যেন ওদের পেশা। এদের বাড়ি আছে, গাড়ি আছে, স্ত্রী আছে, পুত্রকন্যা আছে— তারপরও এরা ছাত্র। প্রশ্ন জাগে ছাত্ররাজনীতি কিভাবে পেশা হতে পারে? উত্তর সহজ— ঠিকাদারী তদবির, চাঁদাবাজি আরও অনেক অজানা উৎস থেকে অর্থ উপার্জনে ব্যস্ত থাকে আমাদের ছাত্রনেতারা। ফলে ছাত্রনেতৃবৃন্দের ছাত্ররাজনীতির প্রতি প্রকৃত কর্তব্য থেকে যায় উপেক্ষিত, অবহেলিত। ছাত্ররাজনীতি হয়ে পড়ে শিক্ষার সাথে সম্পর্কহীন। আর শিক্ষার সাথে সম্পর্কহীন ছাত্ররাজনীতির কারণে আমাদের শিক্ষাঙ্গনে বাড়ছে সন্ত্রাস এবং তার সাথে সমানুপাতিক হারে বাড়ছে সেশনজট। চারদিকে বিরাজ করছে নৈরাজ্য আর হতাশা। ছাত্রনেতৃবৃন্দ বিক্রি হয়ে যাচ্ছে মুরগির দরে। অনিয়ম আর বিশৃঙ্খলার জালে জড়িয়ে পড়ছে আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা। সমস্যা অনুধাবন করছে সবাই কিন্তু প্রতিকারের কথা কেউ বলছেন না। কারণ যাঁদের প্রতিবাদ করার কথা ছিল তারা অর্থাৎ ছাত্রনেতৃবৃন্দ তাদের পেশার কারণে স্তব্ধ হয়ে আছেন এবং কেউ যদি প্রতিবাদে এগিয়ে আসেন তাহলে তারা পেশী দিয়ে তা স্তিমিত করার দায়িত্ব নিয়েছেন। সমাজের প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রের ন্যায় এখানেও রক্ষক দায়িত্ব নিয়েছে ভক্ষকের। কিন্তু বেশিরভাগ ছাত্রছাত্রী পড়তে চায়, যোগ্য নাগরিক হতে চায়। সেজন্য সুন্দর পরিবেশ চায়, বাংলাদেশকে বিশ্ব মর্যাদার আসনে আসীন করতে চায়। কিন্তু শিক্ষার সাথে সম্পর্কহীন ছাত্ররাজনীতি সমগ্র ব্যাপারটিকেই দিচ্ছে ঘোলাটে করে। অতএব শিক্ষার সাথে সম্পর্কহীন ছাত্ররাজনীতি নিষিদ্ধ করে আগামী বাংলাদেশকে রক্ষা করা হোক। অন্তত এ একটা ক্ষেত্রকে নির্ভেজাল, পবিত্র রাখতে পারলে এবং একে শিক্ষিত, সচেতন ও দেশপ্রেমিক হওয়ার মতো পরিবেশ সৃষ্টি করলে আমরা হয়ত আগামী দিনে আজকের বিরাজমান দৈন্য থেকে মুক্তি পাব।

মোঃ সাজ্জাদ হোসেন চৌধুরী
৩য় বর্ষ এমবিবিএস
ময়মনসিংহ মেডিক্যাল কলেজ।